প্রবাসী/অভিবাসী ও ভোটার অধিকার

সূচনা ঃ

যে কোন প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্র, রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের ভোটাধিকার নিশ্চিত করে। ভোটাধিকার অস্বীকার করা মানেই নাগরিকের মৌলিক অধিকারকে অস্বীকার করা। মৌলিক গণতন্ত্রের ধারনাই স্বীকার করে যে, একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার পর রাষ্ট্রের নাগরিকগণ জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিয়ে নেতৃত্ব নির্বাচন করবেন যারা দেশকে পরিচালনা করবেন। ভোট দেয়া যদি বিশ্বজনীন নাগরিক অধিকার পর্যায়ে পরে তাহলে স্থান বা অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন করা অবান্তর। সামগ্রিকভাবে আইনের ভাষায় বিশ্বব্যাপী গ্রহনযোগ্য যে, সকল নাগরিকের অবস্থান ও কর্মবৈষম্য ব্যাতিরেকে সকলেই ভোটাধিকার প্রদানের অধিকার রাখে। স্বেচ্ছায় স্বাধীন ভোটাধিকার যে কোন স্বাধীন রাষ্ট্রে মৌলিক নাগরিক অধিকার।

ভোটাধিকার প্রসঙ্গ ও আইনগত ব্যাখ্যা ঃ

১০ই ডিসেম্বর ১৯৪৮। জাতিসংঘ ঘোষিত হিউম্যান রাইটস্ সনদের ২নং ধারায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, যে কোন প্রকার পার্থক্য যথা জাতি, গোত্র, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য মতবাদ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেকেই ঘোষনাপত্রে উল্লেখিত সকল অধিকার ও স্বাধিকার সংরক্ষিত।

অধিকন্তু কোন ব্যক্তি যে দেশ বা আঞ্চলের অধিবাসী হোক না কেন, তা স্বাধীন, অছিভুক্ত এলাকা, অস্বায়ত্তশাসিত অথবা অন্য যে কোন প্রকার সীমিত সার্বভৌমত্বের মধ্যে থাকুক না কেন, তার রাজনৈতিক, সীমানাগত ও আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে কোন পার্থক্য করা চলবে না।

ভোটাধিকারের ব্যাপারে জোর দিয়ে ২১ ধারায় উল্লেখ আছে,
ক. প্রত্যক্ষ বা অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে স্বদেশের সরকারে অংশগ্রহনের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।
খ. জনগনের ইচ্ছাই হবে সরকারের ক্ষমতার ভিত্তি। এই ইচ্ছা সার্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নৈমিত্তিকভাবে এবং প্রকৃত নির্বাচন দ্বারা ব্যক্ত হবে। গোপন ব্যালট অথবা অনুরূপ অবাধ ভোটদান পদ্ধতিতে এরূপ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

একইভাবে বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ ধারায় স্পষ্ঠভাবে বলা হয়েছে,
একজন নাগরিক দেশের ভেতর ও বাহিরে যে কোন জায়গায় থাকুক না কেন, সে বাংলাদেশী বলে সংজ্ঞায়িত হবে এবং প্রত্যেক নাগরিক আইনের চোখে সমান ও রাষ্ট্রের সকল সুযোগ সুবিধা সমান ভাবে ভোগ করবে। ভোট প্রদান বিষয়ক অধিকারও এ ক্ষেত্রে সংরক্ষিত।

অভিবাসী এবং উন্নয়ন ঃ

বিগত বছরগুলোতে রেমিটেন্সের অব্যহত প্রবাহ দেশের অর্থনীতিকে সামগ্রিকভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে। গ্রামের মসজিদ, মন্দির, স্কুল, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়, নন্দন পার্ক, ওয়াটার কিংডম, পাঁচ তারা হোটেল, পাকা সড়ক, ঢাকার বৃহদাকার সুপার মার্কেট, রিয়েল এস্টেট, ইন্ডাস্ট্রিজ ও ফাক্টরী, সিলেটে বিভিন্ন রকম ব্যবসায়, চা বাগান সব কিছুতেই বাংলাদেশী অভিবাসীদের নিবিড় শ্রম ও বিনিয়োগের ছোঁয়া রয়েছে। ক্রমাগত বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে ব্যাপক ভুমিকা রয়েছে প্রবাসীদের।

এতসব গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রেখেও আমরা প্রবাসী বাংলাদেশীরা আমাদের সাংবিধানিক অধিকার ও মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রয়েছি। কারণ আমরা ভোটদানের ক্ষমতা রাখি না, আমাদের ভোটাধিকার নেই। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও অন্যান্য স্থানীয় নির্বাচনে আমাদের ৭৫ লাখ অভিবাসীর কোন ভূমিকা থাকছে না কোন জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে। এই ৭৫ লাখ অধিবাসী প্রায় সবাই প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ ও সৎ প্রার্থী নির্বাচনে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী। ৭৫ লাখ অভিবাসীর পরিবারবর্গও দেশে আছেন। প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটারদেরে মধ্যে আমাদের ভোট প্রায় সাড়ে ৩ কোটি। অথচ ভোটদানের বাইরে থাকছে এই ৭৫ লাখ ভোটার। দেশের যে কোন নির্বাচনী ফলাফলে এই ভোটগুলোর প্রভাব থাকতে পারতো এবং বহির্বিশ্বে মূল্যবান জ্ঞান সঞ্চয়ের কারনে সুযোগ্য নেতা নির্বাচনে অতি গুরুত্বপূর্ন ও মূল্যবান অংশ হতে পারতো এই বিশাল ভোট ব্যাংকটি। এতে দেশে সৎ ও যোগ্য নেতা নির্বাচন আরো অনেক বেশী সহজ হতো। এই ভোটাধিকারের সুযোগ থেকে আমাদের বঞ্চিত করায় ভবিষ্যতে দেশের কোন নেতা কেন আমাদের নেতা হবেন? কারন নেতা বাছাইয়ে তো রাষ্ট্র আমাদের সে সুযোগ দেয় নি। এতে আগামীতে যে সরকার গঠিত হবে তা কোনভাবেই প্রবাসী সমর্থিত সরকার হতে পারে না এবং পূর্নবয়স্ক ৭৫ লাখ বাংলাদেশীর অংশগ্রহন ছাড়া কোন নির্বাচনই অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন বলা যাবে না কখনোই।

অতএব, আমাদের দাবি একটাই - নির্বাচন কমিশন ও সরকারকে আমাদের ভোটদানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। যাতে আমরা দেশে সৎ ও সুযোগ্য নেতৃত্ব বেঁছে নিতে পারি যারা আমাদের স্বার্থ দেখবে।
বি:দ্রঃ আপনি ও এ অধিকারের একটি অংশ। এই অধিকারে ঐক্যবদ্ধভাবে আসতে স্বাক্ষর অভিযানে অংশগ্রহন করুনঃ www.imabangladesh.org

বিধি মোতাবেক প্রবাসীদের ভোটাধিকারের দাবীতে
আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হই!!

ক্রমিক নং	নাম	(থানা, জেলা)	মোবাইল নং	স্বাক্ষর